মেহেরপুরে কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশনের দুই বছর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত

“জীবন বাঁচাই রক্ত দিয়ে, মানবতা যাক এগিয়ে” এই স্লোগানে মেহেরপুরের কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশনের দুই বছর পূর্তি উৎসব-২০২৫ উদযাপন করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশনের সভাপতি মোহাম্মদ বাসারুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আর এম টি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মোহাম্মদ আব্বাস উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাথুলী ব্লাড ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মোহাম্মদ নাসিব আহমেদ। সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন মফিজুল ইসলাম ও মোছাম্মদ ফারজানা দীপা।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবকদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

হরিণাকুণ্ডু সরকারি লালন শাহ কলেজে পিঠা উৎসব

লোকজ ঐতিহ্য এবং নারীদের শিল্প নৈপুণ্যের ধারক ও বাহক রূপেও পিঠা বিবেচিত হয়ে থাকে। বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে এই পিঠা উৎসব। প্রতি বছর শীতে এলেই গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে শুরু হয় পিঠা পুলির উৎসব।

গ্রামীণ ঐতিহ্য ও নতুন প্রজন্মের কাছে হরেক রকমের পিঠার পরিচয় তুলে ধরতে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু সরকারি লালন শাহ কলেজের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব।

বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে শুরু হয়ে দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ উৎসবে শিক্ষার্থীরা ১৩টি স্টল সাজিয়ে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী হরেক রকমের বাহারী ও মুখরোচক পিঠার আয়োজন করে।

ভোজন রসিকরাও পিঠা খেয়ে প্রশংসা করেছেন। আর আয়োজকরা বলছেন প্রতি বছরই এমন আয়োজন থাকবে নতুন প্রজন্মের কাছে পিঠা পুলির পরিচিতি তুলে ধরার জন্য।

এছাড়া সপ্তাহ ব্যাপি বার্ষিক ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আহবায়ক আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শরিফুজ্জামান শেখর, বিশেষ অতিথি হিসেবে ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আহবায়ক মহব্বত আলী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান নজরুল ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মোঃ আব্দুর রাকিব উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া কলেজের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত থেকে আনন্দ উপভোগ করেণ।

হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফেরাতে গাংনীতে পিঠা উৎসব

গ্রাম বাংলার হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে মঙ্গলবার মেহেরপুরের গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজে তারুণ্যের পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

জমকালো উৎসবে শোভা পাচ্ছে স্বতীন পিঠা, বেক্কল জামাই, মেয়েদের মন, জামাইয়ের প্যাচ, ভালবাসার লাল গোলাপ, পিয়াসা, পাটি সাপটা,

চিতই, ভাপা, পুলি, সরু, মালাই রোল, চিটা রুটিসহ পুরনো নানা পিঠার সমারোহ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

নিজেদের স্টলগুলো পরিচালনা করেন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। দিন দিনব্যাপী পিঠা মেলার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন। উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক, গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম।

তারুণ্যের মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এই পিঠা উৎসবের। গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া পিঠা তৈরি করে হাজির হন কলেজের শিক্ষার্থীরা। সঙ্গে ছিল আধুনিক সব পিঠাও। ২৫ টি স্টলে পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেন শিক্ষার্থীরা। তরুণ প্রজন্ম সকাল থেকেই ভিড় জমান পিঠা উৎসবে। পরিচিত হন নতুন ও পুরাতন হরেক রকমের পিঠার সঙ্গে।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ চত্ত্বরে শুরু হওয়া এ পিঠা উৎসবে ছিল বেশ ভিন্নতা। শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে তৈরী করা এসব পিঠা সাজিয়েছেন তাদের স্টলে। ভোজন রসিকরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর স্বাদ নিচ্ছেন। সেই সাথে অনেকে এসেছেন তাদের সন্তাানদেরকে পিঠা পুলির স্বাদের পাশাপাশি পিঠার সাথে পরিচয় ঘটাতে।

পিঠা উৎসবের আয়োজনে বেজায় খুশি শিক্ষার্থীরা। এ ধরনের আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে আরো উদ্যমী করে গড়ে তুলবে বলে মনে করছেন তারা।

মুজিবনগরে শিশু পরিবারে পিঠা উৎসব

মুজিবনগরে বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগীতা, সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের পুরষ্কার বিতরনসহ শীতকালীন পিঠা উৎসবের অনুষ্ঠিত হয়েছে মুজিবনগর সরকারী শিশু পরিবারে।

মঙ্গলবার দুপুরে শিশু পরিবার চত্বরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আসাদুল ইসলাম।

শিশু পরিবারের প্রধান শিক্ষক তন্ময় সাহার সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের সুপারেন্টেন্ডেন্ট (সহকারি পরিচালক)মাসুদ আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হাসান মুস্তাফিজুর রহমান, ট্রাফিক ইনেস্পেক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা লাল্টু মিয়া, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল-আজাদ, জেলা মুখ্য সংগঠক উপজেলা ছাত্র সমন্বয়ক শাওন শেখ প্রমুখ।

শিশু পরিবারের শিশুদের হাতে তৈরি বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন পিঠা শিশু পরিবারের শিশুরা সহ অতিথি বৃন্দকে পরিবেশন করা হয়।

শেষে বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগীতার বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় এবং শিশু পরিবারের শিশুদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে “তারুণ্যের উৎসব” উপলক্ষে সেমিনার ও প্রদর্শনী

মেহেরপুরে “তারুণ্যের উৎসব ২০২৫” উদযাপন উপলক্ষে উদ্ভাবনী টেকসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১টায় মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. সুরমান আলী, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (বিসিএসআইআর) সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার মাশরাফি বিন মোবারক।

ইউআরবি ইন্সট্রাক্টর মো. আব্দুল মতিনের সঞ্চালনায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার ড. মৌসোনা ইসলাম।

এছাড়াও মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) অধ্যক্ষ আরিফ হোসেন তালুকদার, সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আঁখি, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আনজুমান আরা,
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মনিরুল ইসলাম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মো. তাজবীর আহমেদসহ শিক্ষক, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে এসো দেশ বদলাই পৃথিবী বদলাই নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্যোমি ও বিপ্লবী ছাত্র-জনতার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে বৈষম্য বিরোধী সংস্থারযুক্ত রাষ্ট্রবিধান রচনা ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ণয় মূলক।

শনিবার(১ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়নে আমঝুপি মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর হলরুমে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

আমঝুপি মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডঃ শেখ বখতিয়ার উদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ আর বি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আনোয়ারুজ্জামান, পিএস ডঃ তারিক আজিজ। মুখ্য বিপ্লবী অতিথি মেহেরপুর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ।

মতবিনিময় সভার অনুষ্ঠানে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মকউ মানব অধিকার কর্মী ও জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাদ আহমেদ সঞ্চালনায়। অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মকউ সদস্য শাহিনুর হোসেন।

দর্শনা বালিকা বিদ্যালয়ে তারুণ্যের পিঠা উৎসব

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যের উদ্যোগে পিঠা উৎসব উদযাপিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ উৎসবে শিক্ষার্থীসহ শত শত মানুষ অংশ নেয়।

সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত চলা এ উৎসবে ১৪টি স্টলে ৭০ ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা পরিবেশন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের সভাপতি ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ.কে.এম হুমায়ুন কবীর। প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী ভূমি কমিশনার কে.এইচ. তাসফিকুর রহমান।

তিনি বলেন, এ ধরনের পিঠা উৎসব দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ। পিঠা উৎসব গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী একটি প্রথা। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল থেকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে স্কুল ক্যাম্পাসে এসে উৎসবে ভিড় জমায়।

উৎসবের আগে শিক্ষার্থীদের পরিচালনায় ও ছাত্রীদের পরিবেশনায় বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত মঞ্চে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্য ও সংগীতের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় পুরো উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পরে ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এছাড়াও এসময় বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হাসমত আলী, আব্দুস সালাম, রফিকুল ইসলাম, মহবুবুর রহমান, আরিফুল ইসলাম, মাহমুদা খাতুন, সনচিতা রানী, সাথী রাণী, সুমিতা, শামসুন নাহার হীরা, শারমিন, নাছরীন আক্তারী, শামসুন নাহার তুলি, সাইদুর রহমান, খোরশেদ আলম, কামাল হোসেন, হাফিজুর রহমান, সাবিনা খাতুন, ইয়াছিন, জামাত আলী, রফিকুল ইসলাম, ফরিদা খাতুন, সাজ্জাদ হোসেন, ফয়সাল আহম্মদ ও নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় বর্ণিল পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

দর্শনা সরকারি কলেজে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে বর্ণিল আয়োজনে পিঠা উৎসব পালিত হয়েছে। সোমবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টায় পিঠা উৎসবের উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে আয়োজিত এ উৎসবে ১৭টি স্টলে শোভা পেয়েছে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পকান পিঠা, জড়া পিঠা, কুলি পিঠা, রস পিঠা, দুধ পাকন, পটি সাপটা, প্রজাপতি পিঠা, ঝিনুক পিঠা, গোলাপ পিঠা, গাজরের হালুয়া, ক্ষীর সন্দেশ, কলা পিঠা এবং পায়েশ।

প্রতিটি স্টলের নামেও ছিল সৃজনশীলতা, যেমন রোভার পিঠাপুলি, রসুই ঘর, পিঠা মেলার ঝুড়ি, পেটুক বাড়ীর পিঠা, পার্বণী পসার, ছয় সাথীর পিঠা ঘর, পিঠার ডালায় বন্ধুত্ব, পিঠা পুলির পার্বণ, পিঠা সংসদ, পিঠার টানে বাঙালীর ঘরে, হৃদয় হরণ পিঠা ঘর, শীত ও তারুণ্যের পিঠা পার্বণ, পৌষ পার্বণের পিঠা বিলাস, মনোপুলি, ঢেঁকির বৈঠক খানা এবং জে এ এস পিঠা ঘর। অতিথিরা স্টলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং প্রশংসা করেন।

উৎসবের উদ্বোধনের পর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পিঠা উৎসবের আহ্বায়ক আশরাফুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, “গ্রামবাংলার শীত মৌসুমে কৃষাণীর ঘরে তৈরি পিঠা আমাদের ঐতিহ্যের প্রতীক। চুয়াডাঙ্গা জেলার কৃষকরা শীতের শুরুতেই খেজুর রস ও গুড় উৎপাদন করেন। এ মৌসুমে ধানের ঘ্রাণে কৃষকের ঘর ভরে যায় এবং পিঠা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন সবাই। নতুন প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্য পৌঁছে দিতে এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক সাইফুল ইসলাম, ইসলামের ইতিহাসের প্রভাষক মতিউর রহমান, বাংলা বিভাগের মুকুল হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কায়ইম জাহান, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক জিএস ও দর্শনা পৌর বিএনপি সমন্বয়ক এনামুল হক শাহ মুকুল, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, দর্শনা সিডিএল-এর পরিচালক আবু সুফিয়ান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক তানভীর আহম্মেদ এবং ছাত্র শিবিরের দর্শনা সরকারি কলেজের সাধারণ সম্পাদক হামজা ফরাজি।

পিঠা উৎসব শেষে প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক মোঃ জাকির হোসেন।

কোটচাঁদপুরে তারুণ্যের উৎসব উদযাপিত

এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’ এ প্রতিপাদ্যে কোটচাঁদপুরে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্য সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমীতে দিনব্যাপী চলে পিঠা উৎসব।

পিঠা উৎসবে সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমী প্রধান শিক্ষক আমীন উদ্দিন। এ সময় উপস্থিত

ছিলেন,কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক আব্দুল হামিদ খান বাবুল,ইউনিয়ন যুবদলের আহবায়ক এসকে ফয়েজ আহমেদ রিয়ন,যুগ্ন আহবায়ক হাসান তারেক।

পিঠা উৎসবে ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা ১০টি স্টোল দেন। স্টোল গুলোয় সাজানো ছিল বাহারি সব ধরনের পিঠা।যা প্রায় বিলিন হতে চলেছে।

এদিকে পিঠা উৎসবের খবরে বিদ্যালয়ে ছুটে আসেন ওই এলাকার বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা। আসেন এলাকার যুব বৃদ্ধারাও। এই পিঠা উৎসবকে ঘিরে বিদ্যালয়ে তৈরি হয় এক মিলন মেলা। চলে পিঠা কেনা বেচার ধুম। যা কিনতে ও খেতে পেরে খুশি সবাই। এমন পিঠা উৎসব প্রতিবছর হক দাবী মেলায় আসা ক্রেতা ও দর্শণার্থীদের। তাদেরই একজন সাবদারপুর এস ডি কলেজের ছাত্র আসিফ হোসেন।তিনি বলেন,এমন পিঠা উৎসব আগে কখনও দেখিনি। খবর পেয়ে দেখতে আসলাম। মেলায় আসতে পেরে খুব খুশি লাগছে। প্রতি বছর এমন মেলা হলে ভাল হয়।ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুমাইয়া খাতুনও চাই প্রতি বছর মেলা হক। খুশি তিনিও। তবে পিঠার নাম বলতে পারেনি মেলায় আসা ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের অনেকে।

মেহেরপুরে কারুপণ্য মেলা ও পিঠা উৎসব

“এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে উদযাপিত হয়েছে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে তারুণ্যের ভাবনায় নতুন বাংলাদেশ শীর্ষক কারুপণ্য মেলা, পিঠা উৎসব, পুরস্কার বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেল ৩ টায় মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খায়রুল ইসলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বুড়িপোতা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) অধ্যাপক মোঃ আরিফ হোসেন তালুকদার, উপজেলা পাট বীজ কর্মকর্তা মোঃ ইমান আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মজিদ, আব্দির রশিদ, বজলুর রহমান, চাঁদ আলী, দুলাল উদ্দিন, আয়ুব আলী, হেকমত আলী, লিয়াকত আলী ও আবুল কাসেম।

অনুষ্ঠানের শেষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বুড়িপোতা ইউনিয়নের সচিব সানেয়ার হোসেন।